এরশাদের নতুন প্রেম

লিখেছেন **আহসান কবির**

যুদ্ধ, রাজনীতি আর ভালোবাসায় শেষ কথা বলে কিছু নাকি থাকতে নেই। এই তিন 'শেষ হতে নেই' জিনিসের সঙ্গে আরেকজন যুক্ত হয়েছেন। তিনি 'মহান' এরশাদ। কবি মোহাম্মদ রফিক যাকে নিয়ে লিখেছিলেন সেই স্মরণীয় পঙক্তি: 'সব শালা কবি হবে/ পিপীলিকা গো ধরেছে উড়বেই/ বন থেকে দাঁতাল শূয়োর/ রাজাসনে বসবেই।'

যাই হোক, এরশাদ নিজেও নাকি কবিতা লিখতেন (অবশ্য এরশাদের দুই ঘোষিত পুত্র শাদ এবং এরিকের জন্মের মতো তার কবিতার জন্ম নিয়েও প্রশ্ন আছে। তার হয়ে নাকি কবিতাগুলো লিখে দিতো কেউ কেউ!)। বিদিশাকে নিয়ে তিনি লিখেছিলেন 'তুমিই আমার শেষ প্রেম শেষ নোঙর'। কিন্তু বিদিশা এরশাদের 'শেষ' প্রেম বা নোঙর নন। তাহলে আর কি কি আছে তার শেষের তালিকায়?

শেষের তালিকায় যাবার আগে হোটেল পূর্বাণীতে এক কবিতা পাঠের আসরে কবিতাটি পড়ার পর তিনি যা বলেছিলেন সেটা শুনি। এরশাদ বলেছিলেন, বিদিশাকে বিয়ে করে আমি স্ক্যান্ডালমুক্ত হলাম! তাহলে কি বিদিশাকে তালাক দিয়ে নতুন স্ক্যান্ডালে যুক্ত হতে যাচ্ছেন?

বিদিশাকে তিনি ৯০ লাইনের একটি কবিতা গিফট করেছিলেন। 'আপন পত্র' নামের এই কবিতার কয়েকটি লাইন এমন- আমার অস্তিত্বে তুমি আছ নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের মতো/ দেহ আর মনের প্রতিটি অনুভবে/ প্রেমে পরিণয়ে, ভালো লাগা, ভালোবাসায়/ হৃদয়ের স্পন্দনের শিরায় শিরায়/ রক্তের সঞ্চালনে, নিদ্রায় জাগরণে...

এরশাদের সাবেক প্রেমিকা জিনাত হোসাইন (ভদ্রমহিলার সাবেক স্বামী জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী এ কে এম মোশাররফের জন্য দুঃখ হয়। এরশাদের জন্য জিনাত যেমন, ঠিক তেমনি মোশাররফের জন্য নাইকোর কোটি টাকার গাড়ি অমঙ্গল ডেকে আনলো। ভদ্রলোক মন্ত্রিত্ব হারালেন)। তাকে নিয়েও এরশাদ লিখেছিলেন অনেক কবিতা। কিন্তু এরশাদের শেষ প্রেম বিদিশাও তার জীবনে স্থায়ী বা শেষ হলো না। তাহলে এখন এই ৮০ ছুঁইছুঁই বয়সে শেষ পর্যন্ত কোথায় বা কার কাছে যেতে চান তিনি?

এরশাদের সহোদর জিএম কাদেরের মতে, এরশাদ হচ্ছেন এ দেশের সবচেয়ে আনপ্রেডিকটেবল ম্যান। আসলেই তাই। তার শেষ প্রেম বা গন্তব্য নিয়ে তাই ঘটনা আছে প্রচুর। কিন্তু কার কাছে তিনি যাবেন তা নিশ্চিত নয়। যদিও গ্রেপ্তার হবার সময় বিদিশা বলেছেন, এরশাদ সাহেব আরেকটি বিয়ে করতে চান। কাজী জাফর সাহেব বলেছেন, যেকোনো মুহূর্তে আমাদের তৃতীয় ম্যাডামের দেখা পাওয়া যেতে পারে। তবে পাইপলাইনে আছেন দুজন। একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী, অন্যজন বিমানবালা।

এরশাদের কয়েকটি ঘনিষ্ঠ সূত্র জানায়, তার এক কর্মচারীর মেয়েকে নিয়েও প্রশ্ন ওঠে। ঢাকায় ঘর ভাড়া করে থাকার ব্যবস্থা ও একটি কম্পিউটার কিনে দিয়ে এরশাদ ঐ কর্মচারী এবং তার মেয়ের ঘনিষ্ঠতা আদায় করে নেন। কেউ কেউ বলেছেন, ঐ মেয়ে তাকে বাবা বলে ডাকতো প্রথম প্রথম। নিন্দুকেরা বলেন, চলচ্চিত্র পরিচালক এফ কবীর চৌধুরীকে নায়িকা অঞ্জু ঘোষ প্রথম প্রথম 'বাবা' বলেই ডাকতেন। পরে অবশ্য তাদের বিয়ে এবং যথারীতি তালাক হবার খবর বের হয়েছিল। অশুভ আশঙ্কায় ঐ কর্মচারী বেচারা তার মেয়েকে সরিয়ে নেন এরশাদের রাহু থেকে।

বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া যে মেয়ে এরশাদের সঙ্গে প্রেম করে আলোচনায় এসেছিলো, অনেকেই বলছেন তার নাম সিমকী। কিন্তু আশ্চর্য এক কারণে এই মেয়ের সঙ্গে এরশাদের প্রেমকাহিনী আলোচনায় এলে মেয়েটি নিজেকে সরিয়ে নেয় খুব দ্রুত। এরশাদ শেষমেশ যার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রেখে চলছিলেন তার নাম সিনথিয়া। এক সময় বিমানবালা ছিলেন।

সূত্রমতে, এরশাদের পতনের ঠিক আগে অর্থাৎ ১৯৮৯ সালে পরিচয় হয়েছিল সিনথিয়ার সঙ্গে। পাবনায় জন্ম, অতঃপর ঢাকার মোহাম্মদপুরে বসবাসরত সিনথিয়া এরশাদের নজর কেড়েছিলেন প্রথম পরিচয়েই। স্মার্ট, আধুনিক পোশাকের উচ্ছল এই ২২ বছরের তরুণীর সঙ্গে জড়িয়ে যান তিনি। অনেকে বলেছেন, তার কারণেই ১৯৯০ সালে বিমানবালা পদে চাকরি পেতে সমর্থ হন সিনথিয়া। চাকরি পাবার পরই তার চালচলন বদলে যায়। উগ্রতার কারণে তখন অনেকের চোখে পড়ে যান এই তরুণী। এরশাদ এরপর জেলে গেলে ঐ তরুণীর জীবনে নেমে আসে খানিকটা অন্ধকার। পিতা ও তার ইঞ্জিনিয়ার দুই ভাই তাকে পরিত্যাগ করে অন্যত্র চলে যান। সিনথিয়া এরপর বহুদিন ছিলেন লালমাটিয়ায়। একা।

তখনো তার চাকরি যায়নি। দৃষ্টিকটু চলাফেরা, বাসায় যখন-তখন গেস্ট আসাতেও বাড়ির মালিক ভড়কে যাননি। মুক্তি পাবার পর এরশাদ মাত্র দুবার লালমাটিয়ার ঐ বাড়িতে গেলে বাড়ির মালিক সিনথিয়াকে বাসা ছাড়ার নোটিশ দেন। সত্য-মিথ্যা জানা যায়নি। তবে অনেকেই বলে থাকেন, বঙ্গবন্ধুর বাড়ি থেকে সামান্য দূরে ব্রিজের আশপাশে এরপর সিনথিয়া যে অ্যাপার্টমেন্টে থাকা শুরু করেন, সেটি এরশাদ সাহেবের গিফট করা। যাই হোক, তাদের এই সম্পর্ক কেউ বুঝতেই পারেনি প্রথম প্রথম। আওয়ামী লীগ আমলে এরশাদ সাহেব একবার বাংলাদেশ বিমানে চড়ে চীনে যাবার সময় সেই বিমানে 'ডিউটি' পেতে রীতিমতো তদবির শুরু করলে অনেকের নজরে আসে ঘটনাটা। যদিও আওয়ামী লীগ আমলেই তার চাকরি চলে যায়। সিঙ্গাপুরের যে হোটেলে বিমানের চালক ও ক্রুরা নিয়মিত (যাত্রাবিরতির কারণে বিশ্রাম নিতো) থাকেন, সেই হোটেল থেকে জিনিসপত্র চুরির কারণে চাকরি হারান সিনথিয়া। এরপর আর চাকরি পাননি, নাকি চাকরি ফিরে পাবার কোনো চেষ্টাও করেননি, সে সম্পর্কে আর কিছু জানা যায়নি।

২০০৫ সালে এসে সিনথিয়ার বয়স ৩৮-৩৯ বছর। এরশাদের সঙ্গে তার সম্পর্ক আগের মতোই আছে বলে তার ঘনিষ্ঠরা মনে করেন। অনেকের ধারণা, এ বছরের মার্চ-এপ্রিলে বিদিশা যখন ইন্ডিয়া ছিলেন, সে সময় এরশাদ কয়েকবার সিনথিয়ার বাসায় গিয়েছিলেন। এরশাদ ও বিদিশার মধ্যে সম্পর্কে চিড় ধরার ওটাও একটা কারণ। বিদিশা একজন বিমানবালার কথা বিভিন্ন সময়ে বলতেন। মজার ব্যাপার হচ্ছে, এরশাদের এই বান্ধবীকে তার খুব ঘনিষ্ঠরাও দেখেননি কিংবা চেনেন না।

এরশাদ সাহেবের লাম্পট্যের স্টাইল যে তার দলেও বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল তার প্রথম প্রমাণ গোলাম ফারুক অভি। এরপর দলের মহাসচিব রুহুল আমিন হাওলাদার ও বাংলা ছবির খলনায়ক আহমেদ শরীফ এক কিশোরী মেয়ের সঙ্গে লটরপটর করে ফেঁসে যান। যদিও আহমেদ শরীফকে জাতীয় পার্টি (এরশাদ) থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে, কিন্তু রুহুল আমিন সাহেবের কিছু হয়নি। উল্টো রুহুল আমিন সাহেব এরশাদের ঘাড় থেকে বিদিশাভূত তাড়ানোর পর এখন দারুণ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছেন।

তবে এরশাদ সাহেবের শেষ প্রেম শেষ নোঙর কার দিকে যায়, তার শেষের তালিকায় আর কে যুক্ত হয় সেটা দেখার আগ্রহ আর কারো আছে বলে মনে হয় না। কে হায়, ডাস্টবিন খুঁড়ে গন্ধ ছড়াতে ভালোবাসে? তবু ভোটের রাজনীতিতে কোন জোটে তিনি গন্ধ ছড়াতে যাবেন, বিরোধী তথা আওয়ামী জোটে নাকি ক্ষমতাসীনদের বর্তমান জোটে, সেটা দেখার আগ্রহ কারো কারো থাকতে পারে!